নীল সরোবর

–সুস্মিতা নাথ (সুমন)

হাঁফাতে হাঁফাতে মিনু এসে বলে, আচ্ছা মামনি কেন আসো তুমি এখানে ? কী পাও এই সরোবরে, একা এতটা পথ হেঁটে আসো ভয় করে না তোমার?? প্রতি সপ্তাহের এই দিনটিতে মামনি এসে এখানে বসেন। মামনি সত্তর ছুই ছুই এক বৃদ্ধা। তিনকোলে কেউ আছে বলতে, এক ছেলে, বিদেশে থাকে। ছেলে চলে যাওয়ার পর তিনি প্রায় পনের বছর ধরে, এই গ্রামে ছোট একটি গানের স্কুল করেন আর এখানেই থেকে যান। শহর থেকে অনেক দূরে। গ্রামের ছোটো ছেলে মেয়েদের গান শিখাতেন, ---- এখন আর পারেন না, মিনু উনার খুব প্রিয় ছাত্রী, ও ই দেখাশোনা করে স্কুলটি, সেইসাথে মামনি কেও।। গ্রামের সকলেই উনাকে মামনি বলে ডাকে,সেই সঙ্গে শ্রদ্ধা করে। আর উনিও স্নেহের বন্ধনে সকলকেই বেঁধে রেখেছেন। ত্রিশ অনূর্ধ্ব মিনু, সে তো মামনি বলতে অজ্ঞান।
চোখের আড়াল করতে চায়না।"মামনি বলেন, তুইবা কেন এই গরমে এতটা পথ আসতে গেলি ?
হয়েছে আমার জন্য আর আদর দেখাতে হবে না। সূর্য ডুবতে চলছে, মোবাইলটাও সাথে করে আনবে না, লেন্ডফোনের মতো বিছানার পাশে রাখা থাকবে। এতটা পথ অন্ধকারে যাবে কি করে ? ভেবেছ ?
কেন ভাবিসরে আমার কথা, কেন ই বা এতটা ভালোবাসিস, আমি কে হই তোর??
মিনু ছলছল চোখে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল----- এসব কথা আর কোনো দিন বলনা মামনি। একথার কোন উত্তর আমার জানা নাই। থাক এসব ---- শুনো, সৌরভ এসেছে, তোমার ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি। জানোতো! ফেব্রুয়ারিতে বিয়ের দিন ঠিক হল। আমি কিন্তু ওকে বলে দিয়েছি, ---- গানের স্কুল আর তুমি কোনোটাই আমি ছাড়তে পারবনা। সেও রাজি।
তুই আছিস বলেই স্কুল নিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকি। কিন্তু আমাকে ছাড়বিনা মানে ------ ? আমি আর কতকাল -----
মামনি আজ একটি কথা তোমাকে বলতেই হবে ---- কেন তুমি এখানে এসে একা বসে থাকো,কী ভাব বলোনা।
তবে শুন ----- বলতেই সৌরভ এসে ওদের পাশে বসে পড়ল, আর বললো এতদূর, গ্রামের মাটির পথ দিয়ে তুমি কি করে আসো মামনি ?
কেন আসি বা কি করে আসি, আর কিসের টানে আসি -- বলছি শুনো ----------
'নিতা' আমার সহপাঠী। একেবারে ক্লাস ওয়ান থেকে একসাথে পড়াশোনা,
খেলাধুলা, অথাৎ বড় হয়ে উঠা। নিতা খুব ভালো রবীন্দ্রসংগীত গাইত। আমি যে আজ

জীবনের এতটা সময় গানের স্কুল, বা গানবাজনা নিয়ে কাটালাম, তার পুরোটাই নিতার সুবাদে। ওই আমার গানের প্রথম গুরু, ওর হাতেই আমার গানের হাতেখড়ি। আজও মনে পড়ে 'এসো এসো আমার ঘরে এসো আমার ঘরে" বাহির হয়ে এসো তুমি, যে আছো অন্তরে'

এই বলে একটু থেমে গেলেন মামনি ----------

তারপর কি হল বলনা।

বলছি, ----------সেই সময় গানবাজনা, পড়াশোনা নিয়ে ভালোই ছিলাম। যথাসময়ে প্রত্যেকের বিয়ে হল, কিন্তু সংসার করাটা ওর হয়ে উঠলোনা। বিয়ের সাত বছর পরেও যখন কোনোও সন্তান হলনা, তখন নিতা নিজেই ওর স্বামীকে ছেড়ে চলে এল, বাবার বাড়ি। দু- চারটে বাচ্চাকে গান শেখাত, কিন্তু এটাও হলনা। ও কিছুটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, কখনো ঠিকঠাক বলত, আবার কখনো অগোছালো । আমি এই গ্রামে আসার সাত আট বছর পর,ও একবার এসে, কদিন থেকে যায়। সবকিছু মোটামুটি ঠিক ছিল। আমরা পায়ে হেঁটে অনেক ঘোরাঘুরি করি। এরমধ্যে একদিন এই সরোবরে আসি, কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম করি। নিতার সাথেই প্রথম আমি এখানে আসি। সারাজীবন শহরে থেকেছি, এতবড় স্বচ্ছ লীল জলের সরোবর কখনো দেখিনি।

এজন্যই এখানে আস তুমি মামনি ?

একটু আড়ষ্ট স্বরে, না, বলছি ----------

নিতা অন্যমনস্ক হয়ে প্রায়ই একটি কথা বলতো ----- "আমাকে চাঁদ- সূর্য্য, আকাশ, পাহাড়, গাছপালা একসাথে কাছে ডাকে, কাকে রেখে কার ডাকে সাড়া দেই ভাবছি।" একথার কোনো অর্থ বুঝিনি , আসলে বুঝতে চাইনি। আজ বুঝলাম।

কী বুঝলে ----------??

নিতা এখান থেকে যাওয়ার বছর খানেক পর, তুই সবে ডিগ্রি শেষ করে গানের স্কুল জয়েন করলি, আমি চলে গেলাম কলকাতা বেলুড় মঠ। মাসখানেক থেকে আসলাম। তোর মনে নেই? হ্যাঁ , আছে তো। কিন্তু তার সাথে এর কি যোগাযোগ ?

যোগাযোগ অন্য যায়গায়, বলছি। এসে দেখলাম দৈনিক পত্রিকা গুলি তুই খুব সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছিস। জানিস তো শব্দছক মিলানো আমার অভ্যাস। সেটা করতেই পুরানো পত্রিকা গুলি নিয়ে বসি। তখনই দেখি নিতার ছবিসহ একটি খবর। ও আত্মহত্যা করেছে, আর এই সরোবরে। নিতা কেন এখানে এসে আত্মহত্যা করল ? তার উত্তর খুজতেই এখানে আসি। আজ তা পেলাম।

কি পেলে ? দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিনু আর সৌরভ একসাথে বলে উঠলো।

তোরা এই সরোবরের জলের দিকে তাকিয়ে দেখ,কি দেখছিস ?

কি দেখব ? জল ---- একেবারে স্বচ্ছ, যেন নীল সরোবর।

আমিও এতদিন তা দেখতাম। আজ দেখলাম --------- এই সরোবরে দেখা যায় ---

পশ্চিম আকাশে সূর্য্যের অস্ত যাওয়া, আকাশে চাঁদ উঠা, পূর্বদিকের পাহাড়, আশেপাশের সব গাছপালার প্রতিবিম্ব।
নিতা যে বলত পাহাড়, সূর্য্য, চাঁদ, ওকে একসাথে ডাকে, কাকে ছেড়ে কার কাছে যাবে ?
এই সরোবরেই ও সবকিছু একসাথে পেয়েছিল। তাই নিতা এখানেই ওর শেষ নিঃশ্বাসটা ---------- ।
এই বলে মামনি চুপ হয়ে যান। কিছুক্ষণ কেউ কিছু বললো না।
মামনি এবার ফেরা যাক, সন্ধ্যা নামলো বলে, বাকিটা না হয় যেতে যেতে বলো।
নারে আর কিছু বলার নেই।
একটা গান কর।
কোনটা বলো ?
রবীন্দ্রসংগীত কর।
"তোমারো অসীমে প্রানমনো লয়ে, যতদূরে আমি ধাই,
কোথাও দূঃখ, কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই" ।

করছি, তবে তুমিও গাও মামনি।।।